দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 FEB 1991
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ভাষা আন্দোলনের উপর এক স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে কয়েকজন ভাষা সৈনিক অভিযোগ করেছেন যে, ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে। তারা বলেন, '৫২র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যারা মূলনায়ক ছিলেন তাদের সঠিকভাবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে না।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ডাকসুর উদ্যোগে এই স্মৃতিচারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ ওয়াকিল আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ভাষা সৈনিকদের পক্ষ থেকে সভায় স্মৃতিচারণ করেন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাশেম, প্রফেসর নুরুল হক ভূঁইয়া, প্রফেসর শাহেদ আলী, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল শামসুল আলম, জনাব মাহবুব আনাম প্রমুখ।

সাবেক বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী বলেন, আমরা মৃত ভাষা-সৈনিক। ডাকসু আমাদের কবর থেকে তুলে এনে আপনাদের সামনে হাজির করেছে। তিনি বলেন, ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক ভাষাচুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই '৫২র একুশে ফেব্রুয়ারীর বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এটাই ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি। আজ এই পটভূমি মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে।

প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাশেম ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, ভাষা আন্দোলনের সফলতা নিহিত আছে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্যে। তৎকালীন পাকিস্তানী স্বৈরাচারকে পরাভূত করার জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব দিয়ে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলি। শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানী আমাদের সেই প্রস্তাবের গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেই ৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট স্বৈরাচারকে পরাভূত করে বিজয়ী হয়। প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাশেম বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটির সুপারিশ এখনো বাস্তবায়িত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ডঃ ওয়াকিল আহমদ বলেন, এই প্রজন্মের আমরা ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী নই। এই ভাষা আন্দোলন প্রথম আমাদের সঠিক আত্মপরিচয় নির্ণয়ে সাহায্য করেছিল। তিনি বলেন, আমরা বাঙ্গালী, না বাংলাদেশী– এ নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমরা বাংলাদেশী। আবার আমাদের মাতৃভাষা বাংলা প্রমাণ করে নৃ-তাত্ত্বিক ভাবে আমরা বাঙ্গালী।

প্রফেসর নুরুল হক ভূঁইয়া বলেন, ভাষা আন্দোলন ছিল এদেশের বঞ্চিত শোষিত জনগোষ্ঠীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তিনি বলেন, সংস্কৃতিকে দেশের মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্যই আমরা ভাষা আন্দোলন করেছিলাম।

ডেপুটি এটর্নী জেনারেল শামসুল আলম বলেন, ২১শে ফেব্রুয়ারী শুধু একটি তারিখ নয়, এটি একটি ইতিহাস। তিনি অভিযোগ করেন যে, '৫২র ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস আজও লিপিবদ্ধ হয়নি।

স্মৃতিচারণ শেষে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ৪৮ এর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে তৎকালীন সরকারের সম্পাদিত ভাষা চুক্তির একটি কপি ডাকসুর কাছে হস্তান্তর করেন। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ছিলেন ঐ চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরদাতা।